প্রীতি ও প্রার্থনা।

অর্থাৎ

ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ নিবন্ধন
কর্ত্তব্য পালন।

'তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।'

শ্রীঅক্ষয়কুমার সিংহ বর্ম্মণ
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫ নং অপার চিৎপুররোড।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রীতি ও প্রার্থনা।

অর্থাৎ

ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ বিধান

কর্ত্তব্য পালন।

"তস্মিন প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সিংহ বর্ম্মণ

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ নং অপার চিৎপুররোড।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

(১)

পিসী মা !

জলমগ্ন তরণীর আরোহি মতন,

হারাইনু যেইদিন জননী চরণ ॥

—তরঙ্গ আকুল এই সংসার সাগরে,

অসহায় ভাসিয়া ভাসিয়া ক্ষণপরে—

তোমার চরণ তরী পাইনু সহায়,

(তুমি) স্নেহ দিয়া ভুলাইলে মাতৃ মমতায় ॥

(২)

স্তন্য পানে শিশুপ্রাণে মায়ের স্বভাব,

তোমার প্রকৃতি লয়ে এ হৃদির ভাব ॥

তুমি সাধুমতি সতী, তব পদধারে।

ফুটেছে প্রীতি প্রার্থনা সামান্য আধারে ॥

তোমার স্নেহেতে ফোটা ফুল এটী তাই।

তোমার করেতে দিয়ে প্রণতি জানাই ॥

দাও আরো স্নেহপ্রদ শান্তি এই প্রাণে।

পবিত্র কুসুম আরো দিব প্রতিদানে ॥

তোমার অক্ষয়কুমার।

বিজ্ঞাপন।

প্রীতি ও প্রার্থনা পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া রচয়িতা কখন কবিত্ব বিষয়ে কৃতিত্ব লাভে প্রয়াসী নহেন। ঈদৃশ কাব্যরসবিহীন ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠে সাধারণের মনস্তুষ্টির যখন কোন আশা নাই, তখন সে প্রত্যাশা কোথায়? তবে জগতপিতা জগদীশ্বরের সহিত মানবাত্মার গূঢ় সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বভাবতই যে ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় সৌভাগ্যক্রমে তাহা উপলব্ধি হইলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সংযোগে জগতের প্রত্যেক বস্তুতে তাঁহার অপার করুণার প্রতি জ্যোতি অবলোকনে পবিত্র প্রীতি সঞ্জাত হইয়া থাকে এবং সেই ভাবের সমাবেশে তাঁহার ধ্যান ধারণা ও উপাসনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে এবম্বিধ ভাবের ক্রমবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা পাঠক-হৃদয়ে কথঞ্চিত অনুমিত হইলে গ্রন্থকারের যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে।

নয়ানগর
মাঘ, ১৩০১। } গ্রন্থকার।

সূচী পত্র।

প্রীতি ও প্রার্থনা।

১। স্তোত্র।

অর্জ্জুনউবাচ।

"কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুং॥"

(প্রার্থনা।)

প্রণমি পরম দেব হরি পরাৎ পর।
ব্যক্ত অব্যক্তের আদি বিভু বিশ্বেশ্বর;
অনন্ত অব্যক্ত তব ব্রহ্ম মহা নাম।
উচ্চ নাদে প্রাণী তাই করিছে প্রণাম॥
তুমি আদিদেব পিতঃ! পুরুষ পুরাণ।
বেত্তা বেদ্য পরং তেজ বিশ্বের নিধান॥

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বারি বিশ্বরূপ।
প্রজাপতি, প্রপিতাম' শশাঙ্ক স্বরূপ ॥
হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বাত্মক করি বার বার,
সম্মুখে পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে নমস্কার।
চরাচর জগতের তুমি পূজ্য পিত।
গুরু হতে গরীয়ান্ জগত পূজিত।
তোমার উপমা প্রভো! কি আছে ত্রিলোকে?
অপ্রতিম প্রভাব তোমার জানে লোকে।
বাক্য মন কায়ে তাই করি প্রণিপাত।
ক্ষম যত অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ ॥
যথা পিতা পুত্রে ক্ষমে, সুহৃদ সুহৃদে।
স্বামী স্ত্রীরে ক্ষমে যথা ক্ষম এ দরিদ্রে ॥

(আত্মনিবেদন)

অজ্ঞান রজনীযোগে মোহ অন্ধকার,
সমাচ্ছন্ন করিয়াছে হৃদয় আমার।
বিষয় বাসনা মোর প্রবেশি তাহায়,
বিবেক রতন চোর হরে লয়ে যায়।
কোথা তত্ত্বজ্ঞান ওহে প্রহরি প্রধান।
এ চোরের যাহা হয় করহ বিধান ॥

২। উদ্বোধন।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মা-
ল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" ১৩। ৫।

তলবকারোপনিষৎ।

"Nature, the vicar of the almightie Lord"

Chaucer.

হে দীনেশ!
যায় দিন যায় মাস, বর্ষ চলে যায়;
জীবনের যত আশা সকলি ফুরায়।
অতীতের অন্ধকারে জীবন (ও) ত যায়।
ভুলাইয়া বর্ত্তমান ভবিষ্য আশায়;
যায় বিভো! এজীবন, যায় অকারণ,
তোমার করুণা বিনা জীবনই মরণ;
আপনা হারায়ে আমি এতদিন প্রভু।
তোমার প্রেমের ধরা হেরি নাই কভু।

(১)

এই যে বিশাল বিশ্ব পরিদৃশ্যমান,
বহিতেছে সমীরণ জুড়াইয়া প্রাণ,
তোমার আজ্ঞায় উঠি অই যে ভাস্কর,
আলো বিতরণ করি ধায় নিরন্তর।

সুনীল অম্বরে বসি শশী সমুদিত,
বিতরিছে সুধা রাশি, মাতাইয়া চিত।
কোকিলের কল কণ্ঠে সুমধুর স্বর।
যাহাতে মোহিত হয় কবির অন্তর।
বসন্তে অনিল বহি সুশীতল ভাবে।
গুল্ম লতা পাদপে সাজায় কত ভাবে।

(২)

এই যে আনন্দ ধাম জগত উদ্যান,
তোমার কৃপায় নাথ! ভুঞ্জে জীব প্রাণ,
তোমার অনন্ত জ্যোতি বিকাশি যাহার,
হৃদয়ের অন্ধকার নাশে একবার,
অনন্ত এ বিশ্ব রাজ্য কি আনন্দময়,
তাহার অন্তরে সদা প্রতিভাত হয়।
কত যে অমিয় মাখা জগৎ তোমার,
শান্তির নিলয় কত এ ভব সংসার,
কত যে সৌন্দর্য্য রাজি বিরাজে হেতায়,
কত যে প্রীতির স্রোত বহিছে ধরায়।

(৩)

কত প্রসন্নতা তব মানবের প্রতি,
কত দয়া, কত স্নেহ, কত সাধু মতি।
তব পূর্ণ জ্যোতি যার খুলেছে নয়ন,
সেইমাত্র পারিয়াছে করিতে মনন।

তোমার আনন্দ জ্যোতি যাহার অন্তরে,
পড়ে একবার, প্রভো! চির দিন তরে;
ঘুচে যায় বিষাদের বিষম বিকার,
চলে যায় হৃদয়ের ভ্রম অন্ধকার,
থাকে না তাহার হৃদে শোক হাহাকার,
তখনি জাগিয়া উঠে মিছা এসংসার।

(৪)

তখনি তাহার হয় শান্তিময় প্রাণ,
তখন তাহার মন সুখের নিদান।
এমন অপূর্ব্ব জ্যোতি থাকিতে তোমার,
হে দীনেশ, তমোময় হৃদয় আমার,
তাই সদা কাঁদে প্রাণ করুণানিধান,
তোমার অনন্ত জ্যোতি বিনা নাহি ত্রাণ,
বিকাশ হে হৃদয়েশ! জ্যোতি, জ্যোতির্ম্ময়,
আমার হৃদয়ে আর এ জগতময়।

(প্রীতি।)

তুলনা যাঁহার নাই, মহৎ সুন্দর,
অদ্বিতীয় অবিচল, খ্যাত চরাচর;
এরূপ তোমার ভাব পড়িলে অন্তরে,
উথলে প্রীতির স্রোত হৃদয় কন্দরে॥

৩। কাঁদে কেন মন ?

থামাইতে অশ্রুবারি হেরি চারি ধার,
সৌন্দর্য্যের আবরণ দিই বার বার,
সংসারের সুখ স্বপ্ন দেখি অনিবার,
তথাপি অবোধ মন থামে না আমার ॥

(১)

প্রভাতে সুখের শয্যা ত্যজিয়া যখন,
হেরি বারে যাই আমি পূবব গগন,
সুগন্ধ বহিয়া বায়,
মিসে যায় মম কায়,
আনন্দে ভাসিয়া যায় হৃদয় তখন,
ক্ষণ কাল পরে পুনঃ কেঁদে উঠে মন ॥

(২)

প্রভাত ভাস্কর কবে কিবা মনোহর,
আলক্ত লোহিত করে দিক দিগন্তর।
চরাচর মুগ্ধকর
সেই স্নিগ্ধ সৌর কর
আনন্দে প্লাবিত করে আমার অন্তর।
ক্ষণ কাল পরে অশ্রু বহে দর দর ॥

(৩)

কাননে সুন্দর ফুল আকুল বাতাসে।
মোহিতে আমার চিত্ত ফুল্লমুখে হাঁসে।

হেরিয়া গলিয়া যাই,
কতই আনন্দ পাই,
ক্ষণ পরে ভুলে যাই, বিষন্নতা আসে।
বিষম অভাবে প্রাণ ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাসে ॥

(৪)

অনন্ত গগন গায় চাঁদের কিরণে,
কত যে আনন্দ পাই বলিব কেমনে,
সে আনন্দ ক্ষণ তরে,
প্রাণ মন মুগ্ধ করে,
মুহূর্ত্তে মিসিয়া যায় হৃদয় গগনে।
আঁধারে ভরিয়া যায় প্রাণ পরক্ষণে ॥

(৫)

নিশির শিশির কণা তৃণের উপর,
প্রকৃতির গলে যেন মুকুতা নিকর ;
প্রভাত সূর্য্যের প্রভা,
করে তাহা মনলোভা,
দেখিতে দেখিতে সেই শোভা মনোহর।
হৃদয় ফুলিয়া অশ্রু বহে নিরন্তর ॥

(৬)

উষার সুন্দর শোভা, নিশার নিলিমা,
সন্ধ্যার বান্ধুলি রাগ শোভার উপমা,

প্রকৃতির নানা স্তরে,
কত যে মোহিত করে
কিন্তু সে প্রীতির ভাব বিদ্যুৎ উপমা।
বাড়াইয়া দেয় মাত্র বিষাদের সীমা ॥

(৭)

জাগ্রত হৃদয়ে যবে হেরি চারি ধার,
অতুল শোভার রাজ্য হেরি এ সংসার,
সে আনন্দ ক্ষণ তরে,
মানস মোহিত করে,
অতৃপ্তি বাসনা তাহে ভাবে অনিবার,
হেরিতে এ বিশ্বব্যাপি শোভার আধার ;

(৮)

সংসার কাননে সুখে করিয়া ভ্রমণ,
পাইলাম যেই দিন প্রফুল্ল প্রসূন,
সোহাগে হৃদয়ে ধরে,
হেরিলাম প্রাণ ভরে,
অপার আনন্দ স্রোতে ভাসাইল মন,
ক্ষণিক পাইনু প্রীতি, সন্তোষ তখন ॥

(৯)

কিন্তু সে কুসুম শোভা তুলিল অন্তরে,
অতুল তরঙ্গ রাজি ভাবের লহরে,

বাড়িল বাসনা মনে ;
সে শোভার প্রস্রবণে,
হেরিতে হইল আশা ক্ষণকাল পরে।
ক্ষণস্থায়ি সেই সুখ মোহিল অন্তরে॥

(১০)

দুর্ব্বল মানস বৃত্তি, চিন্তা অগভীর,
কেমনে রাখিতে পারি সে বাসনা স্থির,
ক্ষণিক চিন্তায় মন,
করি যদি নিমগন,
পুরে না বাসনা, আশা, মানস অধীর,
ফিরে আসি শূন্যহৃদে লয়ে অশ্রুনীর॥

৪। ভালবাসা।

"ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে,
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Thou shalt love the Lord thy God"
st. Matthew, Bible

(১)

প্রভু!

তোমারে বাসিতে ভাল বাসনা সতত করি,
তোমারে ধরিতে হৃদে নিশিদিন জেগে মরি,
তোমারে আপন করে জুড়াইব মন প্রাণ,
তুমি যে লুকাও কোথা না পাই তব সন্ধান।

(২)

তোমার প্রেমের জ্যোতি ভালবাসা হৃদিসার,
তোমার চরণে ডালি শান্তি পাব অনিবার,
তোমার স্নেহের কণা পাইব আশ্বাস করি
তুমি যে ঠেলিয়া ফেল বিষাদে কাঁদিয়া মরি।

(৩)

তোমার করুণা বলে প্রবৃত্তির লতিকায়,
ভক্তির কলিকাগুলি ফুটিছে ভালবাসায়,
তোমারে অঞ্জলি দিতে বড়ই ব্যাকুল হই।
তুমি অদর্শন থাক আশা মোর পুরে কই।

(৪)

অণু হতে মহাবিশ্ব সকলি তোমার দাস,
অণু বিশ্বে সমভাবে সতত তোমার বাস,
অনন্ত বিশাল রাজ্য হেরিতেছ অবিরত,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় প্রভু! কেন আছে অলক্ষিত?

(৫)

সতত ব্যাকুল প্রাণে তোমারে হেরিতে চাই,
পড়িলে তোমার দৃষ্টি অবশ্য দেখিতে পাই।
তোমারে বাসিতে ভাল বড়ই অধীর হই ;
হইলে তোমার কৃপা হতাশে কি পড়ে রই ?

(৬)

প্রার্থনা করি না নাথ ! পুরাতে প্রার্থিব আশা
বাসনা তোমারে দিই হৃদয়ের ভালবাসা।
মিশাইয়া ভালবাসা তব প্রেম পারাবারে।
হেরিব জোয়ার ভাটা বসিয়া হৃদয় ধারে।

(৭)

ভাঙ্গিবে কালের স্রোতে হৃদি ক্ষেত্র যেই দিন
সমষ্টি ব্যষ্টির বাধা ঘুচে যাবে সেই দিন।
নাহি প্রভু ! অন্য আশা, ওহে বিশ্ব প্রেমাধার,
লহ "ভালবাসা" মোর মিশায়ে প্রেমের ধার

(৮)

ফিরায়না আর নাথ ! ঠেলনা চরণে আর,
বিষাদে ফাটিছে বুক, সহে না বিষম ভার।
তুমি যে করুণাসিন্ধু পরম শান্তি রাধার।
দিইতে বাসনা তাই ভালবাসা হৃদিসার।

৫। কে আছে ?

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

গীতা॥

(১)

কে লইয়া যাইবে আমারে,
ক্রমে ক্রমে জগতের হাত ছাড়া করে।
অন্ধকার হৃদয় আগারে,
কে জ্বালিবে জ্ঞান আলো চিরদিন তরে॥

(২)

কোথা আছে সুহৃদ এমন,
অভাবের অনুযোগ দিবে মিটাইয়া।
ভাঙ্গা চুর ক্ষুদ্র এই মন,
করে দিবে একখানি বেদাগ সারিয়া॥

(৩)

বালুকণা পড়েছে নয়নে
দুই হাতে মুছিতেছি, যাইবার নয়।
ঘুচাইতে কে আছে এখানে ;
সে বালুকা তুলি দিতে কে আছে সদয়॥

(৪)

এক টানা স্রোতের প্রবাহে,
ভেসে গেছি ক্রমে ক্রমে বিপরীত কূলে। *
পাপ পুণ্য বেচা কেনা যাহে ;
কেবা আছে আনে তরী উজাইয়া তুলে ॥

(৫)

ক্ষুদ্র এই জীবন কলস,
কালের নিঝরে পূর্ণ হতেছে সতত।
মিশিতেছে আকাশে আকাশ,
কেবা আছে কমাইবে কালের প্রপাত ॥

(বিশ্বাস)

ক্ষেত্রে তৃণ স্বভাবত যেমন বিস্তারে,
সযতনে বীজ তায় না হয় রোপিতে ;
গভীর জলধি হতে উঠাও তাহারে,
সূর্য্যতাপে প্রকাশিবে তৃণ সে মাটীতে ॥
তেমতি সত্যের বীজ মানব হৃদয়ে,
আদি হতে অন্তকাল আছে সুনিহিত,
বিকাশিবে প্রেম-লতা জ্ঞান-সূর্য্যোদয়ে,
হৃদি-ক্ষেত্র মরুভূমি নহে কদাচিত।

---

* "ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
ঋগ্বেদ।
"দীনতাবশতঃ আমি প্রতিকূলে আসিয়াছি।"

৬। তুমি বিনা আর কেহ নাই!

যে ত্বক্ষর মনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎপরাংশান্তিংস্থানংপ্রাপ্স্যসিশাশ্বতম্।

গীতা।

---

(১)

প্রভু!
বাসনা বিষম টানে,
টানিছে অনিত্য পানে,
প্রাণে আর নাহি সুখ লেশ।
সঙ্গিগণ নানা রঙ্গে,
লয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে,
ফেলিতে অতলে অবশেষ॥

(২)

লোভ চিত্তে চিতা প্রায়,
সকলি গ্রাসিতে চায়,
হায়! প্রাণ অশান্তি আলয়,

স্নেহ, মোহ দুই জনে,
ধরেছে বিষম পণে
ছাড়াইতে বড়ই সংশয়॥

(৩)

প্রবৃত্তি বিপথগামী,
মানে না বিবেক স্বামী,
আমি মাত্র করি হাহাকার।
অনিত্য সুখের তরে,
পাপেতে ডুবিয়া মরে,
নিত্য সুখে নাহি ইচ্ছা তার॥

(৪)

হয়েছে বিকার প্রাণে,
কটুকে সুমিষ্ট মানে!
অমৃতে বিষের অনুমান!
জীবনে রহেছে মরে,
মৃত্যু ভোগ নাহি স্মরে,
হেরে কাল সদা হাস্য মান॥

(৫)

প্রাণশূন্য এ জীবন,
বহিতেছি অকারণ,
শব প্রায় শরীর আমার।

তুমি বিনা নাহি, প্রভু!
অন্তের উপায় কভু,*
পরিত্রাণ কর প্রাণাধার॥

(৬)

হয় দগ্ধ কর কায়,
ফেলিয়া দগ্ধ চিতায়,
নয় প্রাণ দাও দীন নাথ।
হয়ে থাকে কর্ম্মক্ষয়,
দগ্ধ কর সমুদয়,
পঞ্চেতে করহ পঞ্চ পাত॥

(৭)

নহে প্রাণে দাও প্রাণ,
পাই যেন পরিত্রাণ,
জীবনে মৃত্যুর পাশ হতে।
তুমি যে মঙ্গল বিধি,
অ[illegible]ার দয়ার নিধি,
তুমি বিনে কে আছে জগতে॥

(৮)

অন্তর জ্বলিছে হু হু,
স্মরিলে মরি যে, উহু!
আর যে বাঁচিনে কৃপাময়।

দাও শান্তি বিন্দু সম,
জুড়াক হৃদয় মম,
আর এ যাতনা নাহি সয় ॥

(৯)

অনুতাপ এতক্ষণে
খুলিয়াছে প্রস্রবণে
বহিছে নয়নে অশ্রু স্বত।
এস প্রভু, কৃপাময়,
আর না বিলম্ব সয়,
ব্যাকুলিত প্রাণ অবিরত ॥

(১০)

মৃত্যুর জ্বলন্ত ছবি,
উত্তপ্ত সহস্র রবি,
গ্রাসিতে হতেছে অগ্রসর।
তুমি বিনা কেহ নাই।
ডাকিতেছি এবে তাই,
যাই পুড়ে, তুমি নাথ, ধর ॥

(১১),

জীবনে অনল দহে,
যাতনা না প্রাণে সহে,
অসহ্য হয়েছে এত দিনে।

হুতাসে পরাণ যায়,
নাহি যে অন্য সহায়,
ত্রাসিতের তুমি সখা বিনে ॥

(১২)

জগতের প্রতি স্তরে,
খুঁজিলাম পরে পরে,
কোথাও সহায় নাহি পাই।
সুখের কণ্টক সবে,
আত্মীয় স্বজন ভবে,
তুমি বিনে আর কেহ নাই ॥

(কৃপাহি কেবলং।)

"সুখ পাই দুঃখ পাই,
সকলই তোমার ঠাঁই,
তুমি মাত্র আশ্রয় আমার।"

সংসার সুখের তরে,
পাইতে শান্তি অন্তরে,
এই মন্ত্র যপি অনিবার ॥

৭। এখন এসেছি প্রভু তাই!!

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা।

---

(১)

দুঃখের নাহিক ওর,
হয়েছে চৈতন্য মোর,
এখন এসেছি প্রভু! তাই।
পাপ তাপে দগ্ধ মন,
হয়েছে এত শাসন,
অনুতাপে পুড়িছে সদাই॥

(২)

আর কিছু বাকী নাহি,
ডাকিতেছি পরিত্রাহি
এবার আসিয়া কৃপা কর।
প্রাণ পুড়ে হল ছাই,
চরমের বাকী নাই।
স্নেহের হৃদয়ে এবে ধর॥

(৩)

সেই কৃপা সেই স্নেহ
প্রভু এই বার দেহ
আর ছাড়িব না কভু নাথ।
ভ্রমে আর ভুলিব না,
আর সুখে মজিব না,
একবার কর দৃষ্টি পাত॥

(৪)

সংসারে অশান্তি পোরা,
সুখ যে দুঃখতে ভরা,
আগেত ভাবিনে দয়াময়।
দূর হতে দেখে তায়,
দীপালোকে কীট প্রায়,
পুড়িয়া জীবন দগ্ধ হয়॥

(৫)

ভ্রান্তির কুচক্রে ঘুরে
তোমারে ফেলিয়া দূরে,
এসেছি যেখানে নাহি পার,
দিক নাই দৃষ্টি নাই;
সহায় আশ্রয় নাই
যাই ডুবে কর হে উদ্ধার॥

৮। অরুণোদয়।

"That was the true Light, which ligtheth every man that cometh in to the world."

St. John Bible.

"মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্মঃ।"

ঋগ্বেদ।

"আমাকে জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসিত করিও না।"

---

(১)

উষার আভাসে হাসিল পরাণ,
মানস বিহঙ্গ গাহিল সুখে।
দিনেশ উদিছে হৃদয় আকাশে,
ধর প্রেম জ্যোতি সাদরে উঠিবে।

(২)

সমীর সঞ্চারি প্রচারে মৃদুল,
অপার করুণা জগতে তাঁর ;
উদিছে দিনেশ হৃদয় আকাশে,
মুছে ফেল আজ বিষাদ ভার,

(৩)

হৃদয় বিকাশি হাসিছে কুসুম
ভাষিছে সুবাসে প্রেমিক রাজ,
দিনেশ উদিছে হৃদয় আকাশে
শোভা বাসে প্রাণ ফুটাও আজ।

(৪)

দিগন্ত-অন্তরে যায় অন্ধকার,
মানব অন্তরে আলোক ঢালে,
উদিছে দিনেশ হৃদয় আকাশে,
পুরাও হৃদয় আলোক জালে।

(৫)

ভ্রমর গুঞ্জন গুণ্ গুণ গানে,
তুষিছে ব্যথিত নীরস প্রাণ,
উদিছে দিনেশ হৃদয় আকাশে,
গাহ সুখে তাঁর মহিমা গান ॥

(৬)

জাগিছে পরাণ মানব অন্তরে,
ধাইছে সাধিতে আপন কাজ।
দিনেশ উদিছে হৃদয় আকাশে
সাজ তাঁর কাজে, যতনে আজ ॥

(৭)

শাখে পাখী কুল সুমধুর স্বরে,
করিছে কাকলি আনন্দ মনে,
উদিছে দিনেশ হৃদয় আকাশে,
সুখে ভাস আজ তাদের সনে।

(৮)

দিগন্ত বেষ্টিত বিশ্ব রাজ্যময়,
সহাস্য হয়েছে অরুণোদয়ে।

উদিত দিনেশ হৃদয় আকাশে
এহৃদি কি আর আঁধারে রহে ॥

(উচ্ছ্বাস।)

যেই দিন তমোময় শৈশব জীবনে
পড়িল সত্যের আলো, তরুণ অরুণ
ভাতি প্রভাতে যেমতি সুনীল গগনে
খুলিল হৃদয় দ্বার; প্রেমপ্রস্রবণ
উথলি অন্তরে বেগে বহিল নয়নে।
শীতল হইল প্রাণ, শান্তি অনুক্ষণ,
বাসন্তী প্রভাতে যথা বহে সুমলয়,
বহিল অন্তরে; প্রীতি হইল উদয়।
সেই যে অপূর্ব্বভাব পড়িয়া অন্তরে,
তুলিল তরঙ্গ কত ক্ষুদ্র এহৃদয়ে।
পবন তাড়নে উঠি তরঙ্গ সাগরে
যেমন আঘাত করে শৈকত উভয়ে;
তেমতি করিল ক্ষুব্ধ এ ক্ষুদ্র অন্তরে॥
হইল অধীর প্রাণ সে ভাব পরশে,
বহিল নয়নে নীর, হৃদয় উথলি,
বিদগ্ধ পরাণ স্ফীত হইল সরসে;
ক্ষণ তরে যাইলাম আত্মজ্ঞান ভুলি।

৯। অনন্তে আত্মদান।

"যথা গচ্ছন্তি সরিতোঽবশেনাপি সরিৎপতিম্।"

তন্ত্র।

"ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ।"

অধ্যাত্ম রামায়ণ উত্তর কাণ্ড।

"মন কোর না সুখের আশা।
সে যে দুঃখি দাসে দয়াবাসে সুখি আশে বড় কথা।

ভক্ত রামপ্রসাদ।

(১)

দুঃখেতে কাতর কেন
অধীর চঞ্চল হেন,
দুঃখ কি জীবনে, মন! পাওনি কখন?
দুঃখের প্রভাব যত,
দেখিতেছ অবিরত;
তবু কেন ব্যাকুলিত যখন তখন॥

(২)

দুঃখ যে প্রাণের সনে
রহিয়াছে আলিঙ্গনে
প্রাণে প্রাণে দুইজনে বড়ই প্রণয়।
তুমিত জাননা, মন,

দুঃখ যে সুখ জনন,
দুঃখ অবসানে সুখ পাইবে নিশ্চয়॥

(৩)

সুখ দুঃখ দুটী কুল,
জীবন তরঙ্গাকুল
নদীরূপে তার মাঝে বহিছে সতত।
প্রমাদ তরঙ্গ তার,
কভু ভাঙ্গে দুঃখ ধার,
পূরে উঠে পর পার সুখের শৈকত॥

(৪)

আবার কালের বশে,
সে তরঙ্গ ঘুরে বসে,
ভাঙ্গে সুখ, দুঃখ পার পূরে উঠে ক্রমে।
সুখ দুঃখ এই ভাবে,
জীবনের সঙ্গে যাবে,
কূল ছাড়ি নদী গতি নহে কোন ক্রমে।

(৫)

কর্ম্ম—ভোগ—প্রস্রবণে,
সুখ দুঃখ কূল সনে,
উঠেছে জীবন নদী অবিরাম গতি,
দুধারে বহিছে কূল,

নদী চলে কুল কুল,
.অনন্ত সাগরে নাহি মিলে যদবধি ॥

(৬)

মন ! তুমি তৃণ প্রায়,
সতত ভাসিছ তায়,
জীবনের স্রোতে তুমি ভেসে ভেসে চল।
চলিয়া অকূলে মিশ,
সুখ দুঃখ হবে শেষ,
বিকার, বৈষম্য জ্ঞান ঘুচিবে সকল ॥

(৭)

বহিছে অনন্ত মুখে,
অণু হতে বিশ্ব সুখে
লভিতে অসীম শান্তি বাসনা অন্তরে।
অনন্তে শান্তির স্থান,
অনন্তে জগত প্রাণ,
তুমিও মিশাও প্রাণ সে প্রাণ সাগরে ॥

(৮)

জরা মৃত্যু শোক তাপ,
অশান্তি সুদুঃখ পাপ,
নাই সে অনন্ত ধামে, অমৃত আগারে।
নাহিক স্বার্থের ছায়া,

মমতা দুঃখের জায়া,
চল সেই নিত্য ধাম, সংসারের পারে।
জুড়াতে অনন্ত সুখে আত্ম-দান করে॥

১০। চিত্তশুদ্ধি।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

গীতা।

(১)

স্বর্ণকার ভস্ত্রার (১) মানব জীবন,
চিন্তার অনলে সদা দিতেছে ফুৎকার।
হৃদয় অগ্নির পাত্রে গলিতেছে মন,
জ্ঞান আর তম-জ্ঞান দুই স্বর্ণ কার॥

(২)

সতত চিন্তার-অগ্নি জ্বলিছে অন্তরে,
তম-জ্ঞান-স্বর্ণকার গালিতেছে মন।
সংসারের বৃথা সুখ গঠিবার তরে,
বাসনা অশেষ খাদ্ (২) করিছে মিশ্রণ॥

(৩)

গত জীবনের কর্ম্মে বিশুদ্ধ যে মন,
কর্ম্ম ফল স্বকস্বরে মিলিত রয়েছে,

---

১ স্বর্ণকারের যাঁতা। ২ পাইন।

এ জীবনে তমজ্ঞান ভাঙ্গিয়া সে মন,
পাপ পান (১) মিশাইতে ব্যাকুল হয়েছে॥

(৪)

গৃহিণী চটুলা অতি ঘোর মায়াবিনী
আত্মজ্ঞান-স্বামী প্রাণে করিছে মোহিত,
ষড়রসে রসিকা সে সিংহিনী রমণী,
করিয়াছে মোহমুগ্ধ পুরুষের চিত॥

(৫)

মায়ার ইচ্ছার দাস তমোময় জ্ঞান,
তুষিতে প্রিয়ায়, এই চিন্তার অনলে,
গলাইয়া মন তাহে দিয়া পাপ পান
গঠিতেছে আভরণ করমের ফলে॥

(৬)

আহা! যে বিশুদ্ধ চিত্ত, নির্ম্মল কাঞ্চনে,
জগতের রচয়িতা গঠিল ইচ্ছায়,
ভাঙ্গিতে সে সুখপ্রদ সুকৃতি রতনে,
কে দিল এমন যুক্তি, প্রবৃত্তি মায়ায়॥

(৭)

দারুণ চিন্তায় আজ এই ক্ষুদ্র মন,
বাসনার সনে দগ্ধ হতেছে হৃদয়ে,

---

১ পাপরূপ খাদ।

প্রাক্তনের পানে পোরা জীবন যখন,
আবার বাসনা খাটা (১) মিশলে কি সহে॥

(৮)

বিশুদ্ধ সুবর্ণ জ্যোতি বিগত জীবনে,
হয়েছে বিলীন, এবে পিতল সমান ;
সুবর্ণের বর্ণ মাত্র আছে এই মনে।
কসিলে নিকসে (২) দেখি কালী হয় প্রাণ॥

(৯)

পড়েছে ভস্ত্রারে মন ; এই ত সময়,
চিন্তার অনল হুহু জ্বলিছে অন্তরে।
উড়াইতে কর্ম্ম ফল—পান এ সময়,
অনুতাপ ঊর্দ্ধফুঁক (৩) ধরহ সাদরে॥

(১০)

সর স্বর্ণকার, ও হে তমোজ্ঞানময়,
সুবর্ণ নির্ম্মল করা তোমার ত নয়।
তত্ত্বজ্ঞান, সুচতুর শিল্পীর সময় ;
তত্ত্বজ্ঞান বিনা নাহি চিত্ত শুদ্ধ হয়॥

(১১)

চিন্তার অনল এই, জীবন ভস্ত্রার,
সেই হৃদি-অগ্নি-পাত্রে সেই ম্লান মন।

---

১ পান বা খাদ। ২ কষ্টিপাথরে। ৩ উপরদিক হইতে ফুঁ কাদিয়া স্বর্ণ বিশুদ্ধ করা স্বর্ণকারদিগের প্রথা আছে।

ধর এবে তত্ত্বজ্ঞান পটু স্বর্ণকার,
অনুতাপ উর্দ্ধ ফুঁক উড়াইতে পান।
চিত্ত শুদ্ধি হবে, পাবে নূতন পরাণ॥

১১। অভাব।

"য এব যত্নঃ ক্রিয়তে বাহ্যার্থোপার্জ্জনে জনৈঃ।
স এব যত্নঃ কর্ত্তব্য পূর্ব্বং প্রজ্ঞাবিবৃদ্ধয়ে॥"

যোগবাশিষ্ঠ।

"Every want that stimulates the breast
Becomes a source of pleasure when redrest.'

Goldsmith.

(১)

অভাব! তোমার দেখি সুন্দর স্বভাব।
যখন আসিয়া তুমি,
গ্রাস কর হৃদি ভূমি
অসীম চিন্তার স্রোতে দাও কত ভাব॥

(২)

পুরাতে তোমার আশা, মানবের মনে,
কত যুক্তি উপদেশ,
মন্ত্রণা নীতি অশেষ
গুরু উপদেশ মত দাও প্রতি ক্ষণে॥

(৩)

তব ধ্যান পরায়ণ মানব অন্তর,
নিয়ত নিথর ভাবে,
তব পূর্ণ ভাব ভাবে,
সমাধি সাধনে যেন ব্যস্ত নিরন্তর ॥

(৪)

কীট প্রাণী হতে দেখি জীব শ্রেষ্ঠ নর,
তোমার স্মরণ করে,
তোমায় হৃদয়ে ধরে,
নির্ভীক পরাণে যায় দূর দুরান্তর ॥

(৫)

আকাশ, পাতাল গিরী অনল সলিলে।
যে খানে যাইতে বল,
চলে পাণী অবিরল,
কি সুন্দর জীব প্রাণে তোমার এ লিলে ॥

(৬)

তোমার প্রভাব নরে, অশেষ প্রকার,
তোমার ইচ্ছায় প্রাণী
বুকে ধরে কালফণী
সিংহ, ব্যাঘ্র সনে করে সৌহৃদ্য সঞ্চার ॥

(৭)

অশেষ ঘৃণিত কার্য্য তব প্রেরণায়
করিছে মানব কত,

মস্তকে বহিছে স্বেদ
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য, সাঁবাস তোমায়।

(৮)

কিন্তু তুমি হীনমতি, নশ্বর জগতে
সামান্য বাসনা ধরে,
নিরন্তর তারি তরে,
ঘুরাও মানবে দেখি, সংসারের পথে ॥

(৯)

তোমার বাসনা পথে নাহি শান্তি সুখ
তথাপি মানব ধায়,
সুখ আছে ভাবি তায় ;
অবশেষ অবসন্ন পায় কত দুঃখ ॥

(১০)

অনন্তের শান্তি যদি, তোমার অন্তরে।
রাখিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে,
ঘুরাইয়া এই ভাবে,
ঢালি দিতে জীবপ্রাণে, নির্য্যাতন পরে॥

(১১)

তা' হ'লে অনন্ত প্রেমে জাগিত জগত,
সংসারের অনুতাপ,
শোক, দুঃখ, চিন্তা, পাপ,
ঘুচিত তোমার প্রেমে চিরদিন মত ॥

(১২)

অভাব ! জীবন সঙ্গে আমার অন্তরে,
পেয়েছ আশ্রয় সুখে,
ভাসাইছ সুখে দুঃখে
হাসাইছ কাঁদাইছ বিবিধ প্রকারে ॥

(১৩)

সংসার নিবয় ক্ষেত্রে তুমি সঞ্জীবনী,
জীবন সামান্য জ্ঞানে,
অবিরাম তব ধ্যানে,
লভিতেছি কত কষ্ট, দিবস রজনী ॥

(১৪)

তব দরশনে ক্ষুধা তৃষ্ণা রাখি দূরে।
তোমার সন্তোষ তরে
ঘুরিতেছি দেশান্তরে।
চিন্তা চিত্ত দহিতেছে হৃদয় কন্দরে ॥

(১৫)

তোমার বিশাল মূর্ত্তি ধ্যানের অতীত,
আপাদ মস্তক তব,
নাহি পাই অনুভব,
আভাসে অভ্যস্ত জ্ঞান তবু হয় হত ॥

(১৬)

তব চিন্তা হতে যবে ক্ষণকাল তবে।

ফিরাইয়া লই মন

হেরিতে অচিন্ত্য ধন,

তখন তোমার ভাব যায় স্থানান্তরে ॥

(১৭)

জীবন্ত যাতনা হতে সে মুহূর্ত্তে পাইব

পরম শান্তির ধাব,

আনন্দ সুখ অপার ;

তোমার ভ্রুকুটী ভঙ্গি তবে ভুলে যাই ॥

(১৮)

তত্ত্ব দরশন বলে হেরি অবিরল।

জগতের প্রতি স্তরে,

আনন্দ লহরী করে,

তব ক্ষণ দরশনে ভুলি সে সকল।

১২। ধন আশা।

"Poor and content is rich, and rich enough"

King Henry VIII.

Then said Jesus unto his disciples:—

Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven."

Bible. St Mathew.

(১)

কোথা হতে আস তুমি,
দাও কেন ব্যথা ?
শুনাও কি হেতু তুমি,
স্বপনের কথা ?

(২)

হতাশে সন্তোষ পাই,
তাতে থাকি সুখে।
তুমি কেন দাও ছাই,
আশা মোর বুকে ?

(৩)

কান্দিতে বাসিত ভাল,
কান্দিবারে আসি,
মিছে থামাইতে চাল,
কেন প্রাণে হাঁসি ॥

(৪)

দুঃখ যে আমার প্রাণে
প্রীতি গান গায়।
শুননি কি কভু কাণে
কি সুখ তাহায় ?

(৫)

অভাবে ভাবনা নাই,
তাহে সুখ আছে।
যাহা চাই তাই পাই
স্বভাবের কাছে!

(৬)

তোমার অসার কথা
বলো না আমায়।
দিয়েছ অনেক ব্যথা,
জেনেছি তোমায়।

(৭)

মস্তক ধূলায় থাক,
হয়ে থাকি মাটী।
দুপায়ে মাড়ায়ে যাক
কবনা কথাটী!

(৮)

জীবনত দুদিনের
মাটির গঠন।
ভাঙ্গিলে ঘুচিবে ফের,
মাটিই তখন॥

(৯)

তবে কেন পুড়ে মরি
তোমার আশায়।
তবে কেন কালহরি
বৃথা কাজে হায়॥

(১০)

অসার বাসনা লোকে
ধরিয়া হৃদয়ে,
অবশেষ মরে শোকে
হুতাশ বহিয়ে॥

(১১)

পতঙ্গের মত প্রাণী,
আশার অনলে।
হুতাশে আঁধার মানি
পড়ে দলে দলে॥

(১২)

আঁধারে আলোর জ্যোতি
কত মনোহর।
জানিত জগতে যদি
সুখী হ'ত নর॥

(১৩)

অভাব অন্তরে কত
সন্তোষ নিহিত,
হ'ত যদি সুবিদিত
মানবের চিত॥

(১৪)

পাইত অসীম শান্তি,
ভ্রান্তি দূর হ'ত,
অভাবে সেবিতে ক্ষান্ত
কভু নাহি হ'ত॥

(১৫)

সম্পদে বিপদ কত
ভাবিলে মানব।
পারিত কি অবিরত
সেবিতে বিভব ?

(১৬)

দারিদ্র্যে অচল সুখ,
দরিদ্রই জানে।
যদি ক্লান্ত, ম্লান মুখ
শান্তি আছে প্রাণে॥

(১৭)

ঝটিকায় ভাঙ্গে গাছ,
কত ব্যথা পায়!
তৃণ এক ভাবে আছে,
এক (ই) ভাব তায়॥

(১৮)

কে খুঁজে পূর্ণিমা চাঁদ,
ক্ষয় বৃদ্ধি যার।
আদি অন্তে অন্ধকার,
থাকুক আঁধার॥

(১৯)

নাহি চাই উচ্চ শির,
ধনীর অগ্রনী।
থাকুক এমনি স্থির,
এই সদা গণি॥

(২০)

নাহি চাই উচ্চধ্বজা,
গগনে উড়াতে।
পাই যেন অন্তকালে,
অনন্তে জুড়াতে॥

১৩। প্রবোধন।

(১)

ভয় নাই পাপের অনলে,
জ্বলে যদি প্রাণ অবিরল,
একদিন কুবৃত্তি সকলে,
পুড়াইয়া করিবে নির্ম্মল॥

(২)

মোহময় আঁধারে হতাশ,
হইবার কিবা প্রয়োজন,
আঁধারে যে আলোব বিকাশ,
জ্ঞান আলো জ্বালিবে কথন॥

(৩)

চিন্তা চিত্তে বিজলির প্রায়,
হাসে কাঁদে তাহে কিবা ভয়,
দেখাইবে তড়িত প্রভায়,
হাসিময় রাজ্য সুসময়॥

(৪)

আশা পথে, ঝটিকাব আগে,
ছুটে ছুটে হাঁপায়ে কি হবে।
আশা আছে শান্তির বিভাগে,
ধীরে ধীরে যাও তবে পাবে॥

(৫)

বৃথা ব্যস্ত হইয়া কি হয়,
পৃথিবীরে একেলা গ্রাসিতে।
ছাই পাঁশে না পূরি হৃদয়,
চাহ প্রাণে জীবন পাইতে॥

১৪। সন্তোষ।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

গীতা।

"Man! thou pendulum betwixt smile and tear.

Byron.

(১)

কেন রে মানব মন কর অনুক্ষণ।
সংসার নিগড়ে বদ্ধ হইতে যতন॥
ভ্রম বশে অবিরত,
ঘুরিতেছ ইতস্ততঃ
খুলিতে বন্ধন, দুঃখ করিতে মোচন।
দুঃহাথে হইতেছে অতীব ভীষণ॥

(২)

মানব-চেষ্টা-অসাধ্য দুঃখ বিমোচন।
দুঃখভোগ বিধাতার বিধি নিবন্ধন॥
জ্ঞানহীন মূঢ় নর,
নিজ সাধ্যে করি ভর,
শরীর বিশীর্ণ করি ধায় অবিরাম।
করিতে সংসার হতে দুঃখের বিরাম॥

(৩)

বিষম দুঃখের ভার সাধ্য কি চেষ্টার।
মস্তকে বহিতে পারে, নরের অভাব,
মানব চেষ্টার তৃপ্তি,
ক্ষণস্থায়ী মনবৃত্তি,
সে চেষ্টা কেমনে পারে দুঃখ ঘুচাইতে।
দুর্দৈব দুঃখের ভোগ অদৃষ্টে থাকিতে॥

(৪)

চেষ্টামাত্র মানবের মন প্রবোধক।
দুঃখ নাশে চেষ্টামাত্র অজ্ঞান মূলক॥
চেষ্টায় বাড়ায় দুখ,
বিকৃতি বিষন্ন মুখ;
সতত অশান্তি ছায়া দেয় নর হৃদে।
দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় অভাবের ক্ষিধে॥

(৫)

সংসারের সুখ দুঃখ স্বপনের প্রায় ;
চেষ্টা করে মুদে আঁখি হেরা নাহি যায়।
চেষ্টায় হয় না সুখ,
চেষ্টায় ঘুচেনা দুখ ॥
সুখ দুঃখ মানবের অবাঞ্ছিত ধন।
সময়ে ফুটিয়া উঠে সময়ে নিধন ॥

(৬)

দিন পরে রাত্র হয় প্রকৃতি নিয়ম। *
আলোপরে অন্ধকার অচ্ছেদ্য বন্ধন।
এই সব স্বাভাবিক,
ভাষাশূন্য ভাষা ঠিক,
যাহার হৃদয়ে কভু হয় অনুমিত,
তাহার হৃদয় দুঃখে নহে বিমোহিত ॥

(৭)

সুখ পরে দুঃখ হয়, দুঃখ পরে সুখ, †
ভাবুক হৃদয়ে একই, সুখ কিম্বা দুঃখ
সুখের দোলায় উঠি
কর যদি ছুটছুটী,

---

* "জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি নিয়ম ॥" নবীন সেন।

† "সুখ বলে দুঃখ আমি, দুঃখ বলে সুখ ॥" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখের সুখস্বটুটি সুখ(ই) দুঃখ হইবে।
সুখের স্বপন মাত্র দুঃখ ভার বহিবে॥

(৮)

সন্তোষ শান্তি আধার হৃদে আছে যার,
তা'র পক্ষে দুঃখ ভার নহেক অভার॥
দুঃখে সুখে ভাবি মনে,
সন্তোষ তাহার(ই) সনে।
সন্তোষে সর্ব্বদা তার হৃদয় মগন।
কে জানিবে সুখে সুখ দুঃখের দহন।

(৯)

তবে কেন রে মানব হয়ে জ্ঞানহীন।
প্রকৃতির নীতি নাহি ভাব একদিন॥
জগত নিয়ন্তা যিনি
সুনীতি জানিয়া তিনি
ভাল মন্দে, সুখ দুঃখে করেছ মিশাল,
তুমি কেন ভাব খালি দুঃখের জঞ্জাল॥

(১০)

সময় হইলে সুখ হইবে নিশ্চয়।
দুঃখের সময়ে দুঃখ কে তাহা ঘুচয়।
তবে বৃথা অনুতাপে
আত্মগ্লানি মহাপাপে

জীবন বিষাদময় কর কি কারণ।
সে যাতনা দুঃখ হ'তে অতীব ভীষণ ॥

(১১)

দুঃখ ভারে নতশির সুবুদ্ধি, সুধীর।
বিনয়ী সন্তোষ ভাবে থাকিলে সুস্থির ॥
কালের স্রোতেতে ভাসি
চলে যাবে দুঃখ রাশি
আসিবে সুখের কাল কালের প্রবাহে।
ভুলিবে দুঃখের তাপ, সুখ পাবে তাহে ॥

(১২)

কর্ত্তব্য পালন কর, হইয়া অধীর,
দয়া, সত্য, একনিষ্ঠ রাখ মনে স্থির ॥
অবশ্য সান্ত্বনা পাবে,
দুঃখ তাপ ঘুচে যাবে
অবিশ্বাস, অনুযোগ রবেনা অন্তরে।
সন্তোষ অমৃত-ধারে শান্তি দিবে পরে ॥

১৫। প্রভাত সংগীত।

(Morning Hymn.)

(১)

পরমেশ উপদেশে দীপ্ত দিনকর,
উদিতে বাধিত, যথাকালে।
জগতের জীবপ্রাণে দিতে স্নিগ্ধকর,
চালিত গগন, অন্তরালে॥

(২)

পূরব প্রকৃষ্ট দ্বারে অরুণ যখন,
বিস্তারে প্রভাত-জ্যোতি তার ;
চলে, ক্লান্ত নিবৃত্ত না হয় কদাচন,
দেয় আলো বিশ্ব চারিধার॥

(৩)

পালিব অরুণ সনে আমিও তেমতি,
জীবনের কর্ত্তব্য আমার ;
যথাকালে আরম্ভিয়া কর্ত্তব্যের গতি
ধর্ম্ম পথে যাব অনিবার॥

(৪)

দাও প্রভু ! তব কৃপা জীবনের প্রাতে,
দিও না আত্মায় অনুযোগ,

বৃথা কাটায়েছি, বলে, জীবন প্রভাতে,
ঘটিতেছে এই ফলভোগ ॥

১৬। স্বভাবে ঈশ্বর ভাব।

(God in Nature.)

(১)

হে ঈশ্বর! বিশ্বময় জীবন, আলোক,
জগতের পরিদৃশ্য সৌন্দর্য্য সকল,
সূর্য্যের প্রখররশ্মি, সৌম্য চন্দ্রালোক,
তব জ্যোতি প্রতিবিম্ব প্রদীপ্ত সকল ;
যে দিকে নেহারি, তব প্রতিভা অপার ;
সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকলই তোমার ॥

(২)

অস্তগত দিনমণি সায়াহ্ন গগনে,
বিদায় বিদিত-জ্যোতি যখন প্রকাশে,
অনুমানে ভাবি মোরা, হেরিয়া নয়নে,
সে সুবর্ণ জ্যোতি মাঝে স্বরগ বিকাশে ;
সেই সে সুবর্ণ জ্যোতি, সায়াহ্ন প্রচার,
লোহিত মধুর, প্রভু! সে সব তোমার ॥

(৩)

রজনি তারকাসনে আঁধার পাখায়,
আচ্ছাদিত করে যবে পৃথিবী আকাশ,
—যেমন সুন্দর কোন পক্ষী কৃষ্ণকায়
পাখায় অসংখ্য যার নয়ন বিকাশে—
সেই সে স্বর্গীয় জ্যোতি, পবিত্র আঁধার,
সংখ্যাতীত সমাশ্রিত, প্রভু! হে তোমার॥

(৪)

বসন্ত আগমে যবে শোভে চারি ধার।
তুমি তপ্ত কর তার সুবাস নিশ্বাস।
করে যে কুসুম গ্রীষ্মে শোভার আধার,
তোমার করুণা নেত্রে হয় সে বিকাশ;
যেদিকে নিহারি তব প্রতিভা অপার,
সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকল(ই) তোমার॥

১৭। নির্ব্বন্ধ বিধান।

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ॥

তয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

গীতা।

(১)

নাথ!

তুমি যে মঙ্গলময় কৃপার নিদান।
কত ভাবে মোরে কৃপা করিয়াছ দান ॥
নরের সুখদ যত নশ্বর সম্পদ।
কৃপাদানে পাইয়াছি সব (ই) বিধিমত ॥
পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, পরিবার ॥
প্রাণে প্রাণে আছে সব প্রসাদে তোমার ॥
তুমি পিতামহ মোর হৃদয় ভিতর।
স্বপ্রকাশ রহিয়াছ চির নিরন্তর ॥
স্নেহের কণিকা তব হৃদে পড়িয়াছে।
ফুটিয়াছি তাই হেন সংসারের গাছে ॥
তব প্রেম সুধা আর পবিত্রতা বাস।
থাকে যেন এ কুসুমে চির অভিলাষ ॥

(২)

(কিন্তু) ক্ষণস্থায়ি সুখকর অর্থ উপার্জ্জনে।
ভুলে জাচিতাম তব কৃপা মনে মনে ॥

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তোমার বিধানে।
"নায়েবী" নিরয়ে আজ এনেছ এখানে *
দরিদ্রের দুঃখ দেখি যে হৃদি কাতরে।
মাগিত তোমার কৃপা ঘুচাবার তরে ॥
আজ সে হৃদয়ে দেখ কর্ত্তব্য বিশ্বাস।
যেন তেন প্রকারেণ অর্থ অভিলাষ ॥
দরিদ্র পীড়ন করি, কর সংগ্রহণ।
হইয়াছে জীবিকার পথ নিরূপণ॥
ইহা হতে নিরয় কি বেসি দুঃখ কর ?
যাহাতে হৃদয় দগ্ধ হয় নিরন্তর ॥

(৩)

প্রভু! তুমি যে মঙ্গলময়, জগত আশ্রয়।
তোমার বিধান যাহা সব(ই) সহ্য হয় ॥
তুমি প্রবর্ত্তক মোর নিবর্ত্তয়ে তুমি।
সুখ পাই দুঃখ পাই সব(ই) দাও তুমি ॥

---

* বর্দ্ধমানাধিপতির জনক শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারি কপূর বাহাদুরের একজীকীউটারী ষ্টেটে কৃষ্ণনগর ডিহিতে নায়েবি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে কোন দরিদ্র প্রজাকে কর জন্য উৎপীড়ন করা হয়, পরে উক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত নিঃস্ব ও ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে শুনিয়া তাহাকে কিয়ৎ দিন খোরাকি দেওয়া হয় এবং ঈদৃশ ব্যক্তিকে উৎপীড়ন জনিত কি পাপই না করা হইয়াছে এই অনুতাপে পদ্য কএকছত্র লিখিত হয়। ১২৯৮।

তুমি যা বিধান কর সুমঙ্গল তরে।
এনেছ নিরয়ে, হবে, সুখ দিবে পরে॥
তুমি কৃপা কর প্রভু, যাহার অন্তরে।
সুদুঃখে নিক্ষেপ কর পরীক্ষার তরে॥
কালিদাসে মূর্খ কর বিশ্বামিত্রে চোর।
তোমার কৌশল কত, কে বুঝে সে ঘোর॥
তব নির্য্যাতন সদা সুখের কারণ।
বহিতেছি তব বিধি সুখে অনুক্ষণ॥

(৪)

তাই ভাবি নিয়োজিত তোমার নিয়োগে।
ভুঞ্জিছে তোমার দাস অদৃষ্টের ভোগে॥
খুলি অদৃষ্টের পত্র প্রাতঃ-সূর্য্যোদয়ে।
সন্তোষে পালন করি যা লিখেছ বয়ে॥
প্রতিপাতা শেষ হলো দিনেশের সনে।
তোমারে জানাতে যাই কার্য্য সমাপনে॥
তোমার লিখন পটে যাহা আছে তাই।
অকপটে পালিয়াছি নির্জ্জনে জানাই॥
তব অনুজ্ঞায় যবে সব কার্য্য সাধি।
ভাল মন্দ হিতাহিতে নহি অপরাধি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নাহি চাই।
হৃষিকেশ তোমা হৃদে যেন সদা পাই॥

১৮। ভজনা।

(১)

প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি।
(তুমি) সুদীনে ধীন কর !
ধনীর সর্ব্বস্য হর !!
হরণ পূরণ করা বিধি কি তোমারি ?
দযা নিধি ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !!!

(২)

প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি।
(তুমি) সুখিরে অসুখি কর !
অসুখির দুঃখে হর !!
হবণ পূরণ করা বিধি কি তোমারি ?
দয়ানিধি ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !!!

(৩)

প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !
(তুমি) ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম হর !
পাপির উদ্ধার কর !!
পতন উদ্ধার করা বিধি কি তোমারি ?
দয়ানিধি তব বিধি বুঝিতে না পারি !!!

(৪)

প্রভু! তব বিধি বুঝিতে না পারি!
(তুমি) দুর্ব্বলে বলিষ্ঠ কর!
বলির বিক্রম হর!!
সবল, দুর্ব্বল করা বিধি কি তোমারি?
দয়ানিধি! তব বিধি বুঝিতে না পারি!!!

(৫)

প্রভু! তব বিধি বুঝিতে না পারি!
(তুমি) অজ্ঞানিরে জ্ঞানি কর!
জ্ঞানির গরিমা হর!
বিজ্ঞানি, অজ্ঞানি করা বিধি কি তোমারি?
দয়ানিধি! তব বিধি বুঝিতে না পারি!!!

(৬)

প্রভু! তব বিধি বুঝিতে না পারি!
(তুমি) আলোকে আঁধার কর!
আলোকে আঁধারহর!
একাধারে দুই শক্তি বিধি কি তোমারি?
দয়ানিধি! তব বিধি বুঝিতে না পারি!!!

(৭)

প্রভু! তব বিধি বুঝিতে না পারি!
(তুমি) নীরসে সরস কর!
সরস [illegible] কর।

সরস, নিরস করা বিধি কি তোমারি ?
দয়ানিধি ! তব বিধি বুঝিতে না পারি ! ! !

(৮)

প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !
(তুমি) সুরূপের রূপ হর !
কুরূপ সুরূপ কর !
কুরূপ, সুরূপ করা বিধি কি তোমারি ?
দয়ানিধি ! তব বিধি বুঝিতে না পারি ! ! !

(৯)

প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !
(তুমি) অণুকে অসীম কর !
বিশ্বকে অণুতে ধর !
বিশাল, নির্ম্মূল করা বিধি কি তোমারী ?
দয়ানিধি তব বিধি বুঝিতে না পারি ! ! !

(১০)

প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !
(তুমি) অনিত্যে অক্ষয় কর,
নিত্যের নিহত কর,
অনিত্য অক্ষয় করা বিধি কি তোমারি ?
দয়ানিধি তব বিধি বুঝিতে না পারি ! ! !

(১১)

প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !
তুমি যদি দাও জ্ঞান তবে ত বিচারি !
দয়ানিধি তব বিধি বুঝিতে না পারি !
একাধারে দুই গুণ কেমনে বিচারি !
দয়ানিধি তব বিধি বুঝিতে না পারি।
প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি দাও আঁখি তবে ত নেহারি ! !
দয়ানিধি ! তব বিধি বুঝিতে না পারি !
প্রভু ! তব বিধি বুঝিতে না পারি।
আলো দেয় যেই চাঁদ তম কি তাহারি ?
দয়ানিধি ! তব বিধি বুঝিতে না পারি।
ঘুচাও অজ্ঞান ভ্রম, হৃদয়বিহারি !
দয়ানিধি তব বিধি বুঝিতে না পারি।
প্রভু ! তব বিধি অতি শুভকারি।

১৯। সংগীতাষ্টক।

১। প্রকৃতি সুন্দরী।

কি অভাবে ভাবরে মন, আর কি ভাবনা আছে।
জগত জননী দেখ প্রকৃতি সব দিতেছে ॥

জননী সন্তান তরে, পানাহার্য্য গৃহ ভরে,
রেখেছে বিশাল বিশ্বে, অভাব কি রাখিয়াছে ॥
জগতের প্রতি ঘরে, প্রকৃতি সহস্র করে,
করিয়া সুখাদ্য দান জীবগণে সন্তোষিছে ॥
অতুল সৌন্দর্য্য দানে, প্রীতি দিতে জীব প্রাণে,
প্রকৃতি সুন্দরি মরি, অগ্রসর রহিয়াছে ॥

২। ফুটন্ত ফুল।

ফুটন্ত ফুলের সুষমার,
উপমা ত নাহি পাই।
শোভা বাসে প্রাণ পোরা তার,
মধু আছে তারি ঠাঁই ॥
আকাশেতে সুধাকরে,
আলো শুধা এই ধরে,
বাসে কি মোহিত করে ?
ফুলের তুলনা শশধরে,
ধরে না মনেতে তাই ॥
জগতে আছে কি শোভা,
ফুল সম মনোলোভা,

(তায়) পড়েছে "প্রেমের প্রভা,"
তাইতে ফুলের অত শোভা,
উপমা জগতে নাই॥
কণ্টকী লতার শিরে
ফুল ফুটে কি আপনিরে।
কার স্নেহ, কণা শিশিরে,
ঊষার আভা ধীর সমীরে
ফুটায় কলিকা তার॥

৩। ক্ষুদ্র গোলাপ।

তোমার ফুটন্ত হাসি দেখে,
জেগেছে পরাণে বড় ভাব।
তোমার হাঁসির প্রতিঘাতে,
লেগেছে বিষম অনুতাপ॥ ১

ক্ষুদ্র তুমি তাই প্রাণ খুলে,
করেছ হৃদয় বিকশিত।
দেখে না তোমায় লোকে বলে;
নাহিক তোমার সঙ্কোচিত॥ ২

তোমার রূপের জাঁক নাই,
তাই বুঝি এত সাদা ভাব?

গন্ধের বিস্তৃতি কম বলে।
পাইয়াছ নির্ম্মল স্বভাব॥ ৩

তোমার হৃদয় সার কম,
আড়ম্বর তাই বুঝি নাই।
অতিথি ভ্রমর আগমনে,
হৃদয় খুলিয়া দাও তাই? ৪

তোমারে দেখিয়া শিখিলাম,
ক্ষুদ্রই জগতে সুমহান।
ছাড়ি আত্মস্তরি বল কিসে,
হতে পারি তোমার সমান। ৫

৪। ভুলনা তাঁরে।

(তাঁরে) ভুলে আছ কেন মন।
প্রাণ হতে প্রিয় সেই হৃদয় রতন॥
(তোমার) সতত মঙ্গলতরে, জাগ্রত আছে অন্তরে,
তথাপি ভুলি তাঁহারে, আছ কি কারণ॥
(তুমি) প্রতি পদে পদে যাঁর, পাইছ কৃপা অপার,
যাঁহার কৃপার দানে, পেয়েছ পরাণ॥

৫। ব্যাকুলতা।

(আমার) কাঁদে কেন মন।
গগনে উদিত শশী, ছড়াইছে হাঁসি রাসি,
তাহে মগ্ন ধরাবাসী, (আমি) কাঁদি কি কারণ।
নিসর্গ শোভানিকর হেরিতেছি মনোহর,
তথাপি মম অন্তর, অশান্তি ভবন॥
সংসারের সুখ যত, সন্তোষিতে মম চিত,
দেখাইছে আশা যত, ভুলে নাতো মন॥
বিবেক ব্যাকুল প্রাণে, খুজিতেছে সদা প্রাণে
হারায়ে প্রাণের প্রাণে, করিছে রোদন॥

৬। আবাহন।

(এস হে গৃহ দেবতা) সুরে।

কোথা হে হৃদয়নাথ!
এ হৃদয় শূন্য, আসীন তব আসনে।
পবিত্র কুসুমে সাজায়ে আসন আজ,
মাগিছি তোমার চরণ যতনে॥
অপার করুণা তব, হে বিশ্বপতি,
হৃদয়ে তুমি এক অধিপতি,
তুমি বিনা কে আছে বসিবার
এ হৃদি সিংহাসনে॥

করহ শাসন সদা অশুভ বৃত্তে
বাধহ পদতলে প্রমত্ত চিত্তে,
তব জ্যোতি বিকাশি, নাশ পাপ প্রয়াস,
আঁধার সনে॥

৭। নির্ভরতা।

বসে আছি প্রাণ সখা, মনে আশা করে,
না ডাকিলে যাইব না, তব অন্তপুরে।
তোমার আহ্বান বিনে, যদি যাই কোন দিনে,
হয়ত হবে না দেখা ফিরাইবে ঘরে।
তোমার তোরণ দ্বারে, দ্বারি কি সহসা কারে,
প্রবেশিতে দেয় প্রভু! ফিরায় সংসারে।
কত শত নরনারি, যাইছে আসিছে ফিরি,
তব আবাহন বিনে, ফিরিছে কাতরে।
তব প্রসন্নতা হলে ডাক তুমি সুকৌশলে,
ফেলিয়া সংসার দ্রুত যায় তব তরে।
জানি বুদ্ধ শুদ্ধ ধন, শুনিয়া তব বচন,
হেরিল সহসা তব জ্যোতি অন্তরে॥
চৈতন্য, প্রহ্লাদ, ধ্রুবে, ডাকিলে হে তুমি যবে,
ফেলিয়া সংসার তারা গেল তব পুরে॥

৮। মৃত্যুই সত্য।*

কে বলে জীবন সত্য, মৃত্যু যে অন্তরে তার।
মৃত্যু সূত্রে গাঁথা আছে মানব জীবন হার॥
জীবন নির্ব্বাণ মাঝে, মৃত্যু নিত্য রূপে আছে,
মৃত্যু নিরাকার কাছে জীবন ক্ষণ বিকার
মহা ভ্রান্ত জীব প্রাণী, মৃত্যুরে ভীষণ জানি
জন্ম ক্ষয়ে মৃত্যু মানি করে সদা হাহাক ॥
অনন্ত মৃত্যুর প্রাণে, শান্তি আছে কানে কানে
সে কথা জাগিলে প্রাণে মৃত্যুরে কি ডরে আ
নির্ব্বাণ মুমুক্ষু যোগী, মৃত্যু সদা উপভোগী
গৃহীর অনুপযোগী অনিত্য বাসনা যার॥

---

* "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"
গীতা।

সম্পূর্ণ।